সংবাদ

27 MAR 2016
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

স্কুলে কোচিং বাণিজ্য বন্ধ করুন

কোচিং ব্যবসা শহরে যেমন অবাধে চলছে, তেমনি চলছে গ্রামেও। গত বুধবার সংবাদে প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, ময়মনসিংহের ভালুকার ৮৮নং পারুলদিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে স্কুল চলাকালীন স্পেশাল ক্লাস করানো হয় যার বিনিময়ে প্রতি মাসে ২০০ টাকা করে প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে দিতে হয়। স্থানীয় অভিভাবকরা এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার সাহস পান না। জানা যায়, সকাল সাড়ে ৯টা থেকে পঞ্চম শ্রেণীর ক্লাস নেয়ার নির্দেশনা দেয়া আছে কিন্তু বেতন নেয়ার কোন বিধান নেই। অথচ সকাল সাড়ে ১০টার দিকে চারজন শিক্ষক শিক্ষিকা বিদ্যালয়ে আসেন। আর প্রতি মাসে বেতনও নেয়া হচ্ছে। স্কুলটিতে ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক থাকলেও প্রধান শিক্ষকসহ দু'জন শিক্ষকের পদ শূন্য রয়েছে।

বোঝা যাচ্ছে স্কুলটির ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকসহ অন্যান্য শিক্ষক আইন মানছেন না বা মানার প্রয়োজন বোধ করছেন না। সবাই চলছেন ফ্রি স্টাইলে। প্রশ্ন হলো স্কুল চলাকালীন স্পেশাল ক্লাস কেন করানো হয়। আবার এজন্য প্রতি মাসে ২০০ টাকা করেও বা নেয়া হবে কেন? সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কোন নজরদারি না থাকায় এ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। কোচিং বাণিজ্যের ব্যাপারে বিধিনিষেধ শুধু প্রাথমিক স্তরেই নয়, মাধ্যমিক স্তরেও রয়েছে। আর স্কুলের নিয়মিত ক্লাস বাদ দিয়ে স্পেশাল ক্লাস করানোর উদ্দেশ্যই হলো কোচিং বাণিজ্য করা।

স্পেশাল ক্লাসের নামে কোচিং করানোর নেতিবাচক প্রভাব পড়বে শিক্ষার্থীদের ওপর। তাদের মেধা বিকাশে এবং সত্যিকারের জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে এটি একটি বড় বাধা। এতে শিক্ষার্থীরা বাস্তবে কিছু শিখতে না পারলেও এক শ্রেণীর শিক্ষকের পকেট ভারী হচ্ছে ঠিকই। ফলে কোমলমতি শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ অন্ধকারে নিমজ্জিত হচ্ছে। প্রকৃত শিক্ষা থেকে তারা বঞ্চিত হচ্ছে। খোঁজ করলে হয়তো দেখা যাবে ময়মনসিংহের পারুলদিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মতো দেশের আনাচে কানাচে বহু বিদ্যালয়ে কোচিং বাণিজ্য চলছে। এভাবেই শিক্ষার্থীরা কোচিং-নির্ভর হয়ে পড়ছে।

আমাদের কথা হচ্ছে কোচিং বাণিজ্য বন্ধ করতে হবে। শিক্ষা ব্যবস্থাকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে হবে। পারুলদিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়সহ সব বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের কোচিং বাণিজ্য থেকে মুক্ত করতে হবে। যেসব শিক্ষক শিক্ষিকা স্পেশাল ক্লাসের নামে কোচিং বাণিজ্য করছেন তাদের বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে ব্যবস্থা নিতে হবে। নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে কোন বিদ্যালয়ে কোচিং বাণিজ্য চলছে কি-না সেটা মনিটরিং করতে হবে। এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে।